সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা

মরা ছেলের বিয়ে

—ঃ০ঃ— কিরূপেতে প্রাণ বাঁচাল —ঃ০ঃ—

তাহার বিবরণ

রচয়িতা—শ্রীমহাদেব চন্দ্র সাহা

সাং—গঙ্গাধরপুর, পোষ্ট—ফুলিয়া বয়ড়া

জেলা নদীয়া

মূল্য ২৫

কবিতা আরম্ভ

বলি ভাইরে ভাই বলে যাই আজব ঘটনা
সাপ খেলায় সাপুড়ের কন্যা নামে জরিনা।
জরিনার মা নাই ২ বাপ নাই দাদির সঙ্গে ঘোরে
বেহুলা লখিন্দরের গানে পরাণ পাগল করে।
জরিনার বরস ষোল ২ হাতে ছিল প্লাষ্টিকের চুড়ি
গলায় ছিল পুথির মালা পরণে জামশাড়ী।
বরণ কাঁচাসোনা ২ হাত দুখানা লাউলতিকার ডগা
ভুরুতে বিজলী মাখা চাহনী স্বপন আঁকা।
ঠোঁটে মধুমাখা ২ আঁকা বাকা পথ ধরিয়া চলে
দেখতে ভাল গঠন ভাল যে দেখে সেই বলে।
হাসিতে জগত মাতায়২সুন্দর গায়ে সবুজ ব্লাউজ আছে
ডমরু বাজায় আউলা কেশ তার পিছনে দুলিতেছে।
যেন মধুর চাক ২ দেখলে অবাক মুনির মনও হরে
সারাটা দিন সাপ খেলিয়া সন্ধ্যায় আসে ঘরে।
তাহার ডিঙ্গা নাই ২ সেদিন হয় পূর্ণিমার রজনী
খাওয়া দাওয়ার অন্তে তামাক সাজে বিনোদিনী।
দিল দাদির হাতে ২ মন খুশীতে দাদি তামাক খায়
মধ্য গাঙে কলার ভেলা ধবধবে জ্যোছনায়।
ভেসে যায় স্রোতে ২ জরিনা দেখে দাদিকে ডাকে
মশারী টাঙান ভেলা অনুমান করিল।
সাপে কাটা মানুষ ২ দেখতে হাউস হল জরিনার
দাদি বলে যাক্‌না ভেসে আছে কি দরকার।

মানেনা মানা জরিনা ২ ডিঙ্গিখানা দেয় ভাসাইয়া
কলার ভেলা যায় ভাসিয়া গেল পৌছাইয়া।
ভেলার নিকটে ২ সত্যি বটে সাপে কাটা মানুষ
চাদর দিয়ে ঢাকা আছে মেয়ে নয় সে পুরুষ।
দাদি চাদর তোলে ২ দেখে বলে বড়লোকের ছেলে
বুকের সাথে কাগজ বাঁধা নিল হাতে তুলে।
জরিনা পড়ে দেখে ২ কয় দাদিকে বাড়ী সানপুকুরে
ছয়দিন হল কেটেছে সাপে সঙ্গে সঙ্গে মরে।
সাপটি মারা পড়ে নাই ২ তার একটিমাত্র ছেলে
এম-এ ক্লাশে পড়িতেছিল ভাগ্য গেছে চলে।
পত্রে লেখা আছে আমার ছেলেকে যে বাঁচাতে পারে
১৫০০০ হাজার নগদ টাকা বক্‌শিস দিব তারে।
দাদি চিন্ত' করে ২ অনেক পরে জরিনাকে কয়
ডিঙ্গির সাথে বান্ধে ভেলা মনে সন্দেহ হয়।
ছেলেটি বাঁচতে পারে ২ রাত্রি ধরে ঝাড়াফুকা করে
ফল হল না কোনই দাদি চিন্তা করে।
ডাকে জরিনাকে ২ তোর চাচাকে জলদি ডেকে আন
কাল সাপে করেছে দংশন ইয় যে অনুমান
কড়ি চালান দিয় ২ সাপ আনব যে সাপে দংশিল
সাদা রঙের খাসী দরকার পাব কোথায় বল:
দুগ্ধ চাই আধমণ ২ কোথায় এখন নগদ টাকা
জরিনা কয় দুল বেচিব টাকার ভাবনা নাই

জরিনার চাচা এল ২ সব শুনিল যায় সে ধ'ওয়া
এই দিনমান গেল ৭ দিন আরত আশা নাই !
বেলা দুপুর হল২ জোগাড় হল খাসি আর দুধ আধমণ
জলে ডুয়ারা হইতে দাদি তুলে আনে তখন ।
একটি মাটির পাতিল ২ মুখে তার কাপড় বাধা ছিল
ধুলা পড়া দিয়ে পাতিলের মুখ খুলিয়া দিল ।
গর্জ্জন শোনা যায় ২ হায়রে হায় কানে লাগে তালা
ভয়েতে গায়ের লোম শিহরে ঢাকনীতে দেয় ঠেলা ।
দাদির অঙ্গ কাঁপে ২ হস্ত কাঁপে গলায় বস্ত্র নিল
দোহাই দিয়ে পাতিলের সামনে বেবস্ত্র হল ।
দর্শক হাজার ২ গাঙের কিনার লোকে লোকারণ্য
শুধুই শোনা যায় দাদির শব্দ ঘন ঘন ।
দোহাই দিয়ে মনসার২ কিছুতেই আর থামেনা গর্জ্জন
৩৬ কাহন সাপের মন্তর সব হল খতম ।
দাদি অস্থির হল ২ ঢলে পড়ল জরিনাকে কয়
এইবার আমার হায়াৎ বুঝি শেষ হইয়া যায় !
জরিনা ছুটে এল ২ দাড়াইল গলায় কাপড় দিয়া
উলঙ্গ হইয়া মাজার সুতো ফেলিল ছিড়িয়া ।
বেহুলার গান ধরিল ২ থেমে গেল দুরন্ত গর্জ্জন
আধ হাত সেই সাপটি ঢাকনীর উপরে তখন ।
উঠিল ফণা ধরে ২ ঢাকনীর পরে তিনটি কড়ি ছিল
তিনটি কড়ি নিয়ে জরিনা তিন দিকে ফেলিল ।

সাপটি চলল ছুটে ২ ধন্য বটে বেদের মেয়ে
দর্শকগণ প্রশংসা করে হাতে তালি দিয়ে।
হুপুর গড়ে গেল ২ জরিনা রল দাড়াইয়া একভাবে
নাভির ভর পানিতে কন্যার বস্ত্র নাই অঙ্গেতে।
দাড়ায়ে হস্তজোড়ে ২ উচ্চারণ করে আল্লানবীর নাম
হাজার হাজার লোক দাড়ায়ে হইল নিমাসাম।
সবাই তাকিয়ে থাকে ২ হঠাৎ দেখে দূরে বহুদূরে
কি যেন আসছে ছুটে পানি দুভাগ করে।
গর্জ্জন শোনা যায় ২ হায়রে হায় বিরাট এক অজগর
আধ হাত সেই সাপটি আছে তার মাথারই উপর।
অজগর ছুটে আসে ২ ভেলার পাশে ঘোরে চতুর্দিকে
মাথা নীচু করে মশারীর মধ্যে গেল ঢুকে।
লাসের পা যে দিকে ২ সেইদিকে ফণা ধরে রল
হা করিয়া ছোবল দিয়া গিলিয়া ফেলিল।
পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুল ২ যে আঙ্গুলে দংশনের দাগ ছিল
মুখের ভিতর নিয়ে সেই আঙ্গুলের বিষ চুষিয়া নিল।
আঙ্গুল ছেড়ে দিল ২ ছুটে এল যেথায় দুধের জ্বালা
মুখ ডুবাতে আধমণ দুধ হয়ে গেল কালা।
তখন ফণা ধরে ২ গর্জ্জুন করে ভীষণ সে গর্জ্জন
সাদা খাসি এনে জরিনা সামনে ধরে তখন।
সাপটি হা করিয়া ২ ছোবল দিয়া ধরে খাসির গলায়
লেজ দিয়া পেচাইয়া ধরে উড়ন ছেড়ে যায়।

জরিনা জলদি করে ২ হুস করে দাদিকে তখন
মশারী তুলিয়া দেখে জহির অচেতন।
তখনও হুস ফিরে নাই ২ বলে সবাই কি হইল
মাথার কাছে বসে দাদি তিনটি চাপড় দিল।
জহির চেতন হল ২ চোখ মেলিল আল্লা আল্লা বল
মা মা বলিয়া জহির ডাকিয়া উঠিল।
কোথা মা আমার ২ দাদি জরিনায় মাথায় বুলায় হাত
কাঁচা মাটির পাতিলে জরিনা রেধে আনে ভাত।
খাওয়ায় দুগ্ধ দিয়া ২ বেলা ডুবিয়া গেল রাত্রি হল
সারারাত ধরে জরিনা শুশ্রূষা করিল।
শেষ রাত্রি ঘুম ভেঙ্গে গেল জহিরতাকাল ঘুমে ঢুলঢুল
জরিনা ঘোমটা টানে ২ একধিয়ানে জহির চেয়ে রয়
জরিনার চোখে চোখে পড়িল
কে তুমি সুন্দরী কন্যা বল আমি কোথায়।
জরিনা সব বলিল ২ জহির শুনিয়া তার্জ্জব হইল
প্রাণ বাঁচালে তুমি আমার মনেতে রহিল।
সাক্ষী রাতের আধার২ভারদরিয়ার পানি কাষ্ঠের নাও
আকাশের যত তারা সাক্ষী তোমরা হও।
জরিনার ঋণ শুধিব ২ জীবন দিব যে জীবন বাঁচায়
হাতের আংটি খুলে জরিনার আঙ্গুলে পরায়।
নিশি প্রভাত হল ২ টেলিগ্রাম করিল জরিনার চাচায়
সানপুকুরে বিরাট ধনী জহিরের আব্বায়

টেলিগ্রাম পায় দুপুরে ২ দেখে পড়ে বেহুসে পড়িল
আত্মীয় স্বজন সকলে দৌড়াইয়া আসিল।
মাথায় পানি ঢালে ২ কাগজ খুলে লেখা আছে
বেথুয়া নদীর বাকে বেদের কেল্লায় জহির আছে।
জহির প্রাণ পেয়েছে ২ সুস্থ আছে হৈচৈ পড়িল
আত্মীয় স্বজন সকলে যে যেখানে ছিল।
সবাই ছুটে এল ২ ভাড়া করিল বারখানা পান্সী
কোথা সে বেদের কেল্লা কোথায় বেথুয়া নদী।
চলে খোজ করিয়া ২ যমুনা ছাড়িয়া ধলেশ্বরী গিয়া।
খোজ পাইল বেথুয়া নদী মাণিকপুরে গিয়া।
রাত্রি ফজর হল ২ সাড়া পড়িল জহিরের বাপ এল
ঘুমিয়ে ছিল সোনার জহির জরিনা ডাকিল।
জহিরের ঘুম ভাঙ্গিল ২ চেয়ে দেখিল বারখানা পান্সী
শোকে জর জর বাপ সাতদিন উপবাসী।
জহির যায় ছুটিয়া ২ পড়ে লুটাইয়া বাপ মায়ের পায়
বলে বাবা জহিরুদ্দিন কে বাঁচায় তোমায়।
বক্‌শিশ দিব তারে ২ দাদিকে টাকা সাধে জমিদার
দাদি বলে এ পুরস্কার প্রাপ্য জরিনার।
জরিনার অছিলায় ২ খোদাতালা বাচায় তোমার ছেলে
তাইত আজি পুত্রধনের মুখ দেখতে পেলে।
এস মা জরিনা ২ চাঁদের কণা লও পুরস্কার
জরিনা কয় চাই না টাকা প্রাণ বাঁচালাম যার।

আমি তাকেই চাই আরজ জানাই মিটাও আমার সাধ
হয় না রাজী আকতার কাজী বলে ছাড় এ দুরাশা।
লও পচিশ হাজার ২ তারপর আর দিব ঘর বাড়ী
বেদের মেয়ে তুমি যে মা তাই আপত্তি করি।
জরিনা কয় না কথা ২ নীচু মাথা উচু না করিল
ধীরে ধীরে পা ফেলিয়ে ডিঙ্গিতে চলিল।
কেহ হয়না রাজী ২ আকতার কাজী ধনী জমিদার
কি করি দিন কেটে যায় লয় না পুরস্কার।
জহির কয় মা জননী২শুন তুমি হোকনা বেদের মেয়ে
জরিনাকে না পেলে জীবনে করব নাকো বিয়ে।
জরিনা সাথেই ছিল ২ পায়ে ধরিল বলে আম্মাজান
না পেলে প্রাণের জহিরকে ত্যজিব এ প্রাণ।
বেথুয়া নদীর জলে ২ রাত্রিকালে এই ঘটনা হল
একমাত্র পুত্র জহিরের বাপ মা রাজী হল।
বাজে সাদির সানাই২ চল্লিশখানা বেদের নৌকা সাজে
বারখানা পান্সী নৌকা চলে আগে পিছে।
মাঝে জহির জরিনা ২ পান্সীখানা সাজায় কি বাহার
পান্সীর সাথে বেধে দিল ডিঙা দাদিমার।
দাদিমা নামাজ পড়ে২ মোনাজাত করে ওগো দয়াময়
দাম্পত্য জীবন জরিনার কর মধুময়।

—নমস্কার বন্ধুগণ—